যুগান্তর

তারিখ ... 16 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

প্রণবকান্তি দেব

গুলশান ট্রাজেডি ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

আখ্যায়িত করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। বিষয়টি মোটেই কাম্য নয়, এমনকি অনুচিতও বটে। কেননা, একজন সদস্য দিয়ে যেমন গোটা পরিবারকে বিচার করা যায় না, তেমনি দু-একজন শিক্ষক-শিক্ষার্থী দিয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে বিচার করা ঠিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ মানুষ তৈরি, জঙ্গি নয়। নানা মত ও পথের শিক্ষক-শিক্ষার্থী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। তবে কেউ এদেশের হাওয়া গায়ে মেখে দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হবেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত নজরদারি হওয়া উচিত এ জায়গায়।

বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব এবং বিকাশ শুরু হয় নব্বইয়ের দশকে। পথ-পরিক্রমায় বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার এক অপরিহার্য ঠিকানায় পরিণত হয়েছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। গুণে-মানে সব বিশ্ববিদ্যালয় যেমন এক নয়, তেমনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বিত্তশালী পরিবারের সন্তানদের আস্তানা নয়। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই, সেখানে ৯০ ভাগ ছাত্র গরিব ঘরের সন্তান। একেবারেই সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, জেলে পরিবারগুলো শুধু একটু ভালো শিক্ষার জন্য তাদের সন্তানদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠান। ঢাকার কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। একটি কথা বলা প্রয়োজন, ঢালাওভাবে সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর দোষারোপ করা ঠিক হবে না। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও সরকারের নীতিনির্ধারকদের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সঠিক তদারকির আওতায় আনা। অনুমোদন দেয়ার আগে মালিকপক্ষ সম্পর্কে খোঁজ নেয়াও খুব জরুরি। এছাড়া উপাচার্য ও শিক্ষক নিয়োগে সংশ্লিষ্টরা চোখ-কান খোলা না রাখলে এর খেসারত একসময় না একসময় দিতেই হবে। তবে সবচেয়ে জরুরি হল— কী পড়ানো হচ্ছে, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখা। ইংলিশ মিডিয়াম দোষের কিছু নয়। দেখতে হবে, সেখানকার সিলেবাসে কী আছে! আমি জানি, এসব দেখভালের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কাজ করছে। কিন্তু এবার মাঠে নামতে হবে অন্তরের তাগিদ থেকে। আরেকটি কথা, শিক্ষার্থীদের পড়াতে আসা মানুষদের এখন 'শিক্ষক' হয়ে ওঠা জরুরি। ভালো ছাত্রের পাশাপাশি ভালো মানুষ তৈরির দায়িত্বও নিতে হবে। সেজন্য হতে হবে নির্লোভ, নির্মোহ ও দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা। যারা এখনও আত্মবিধ্বংসী খেলায় মত্ত, তাদের ফিরে আসতে হবে সত্য ও সুন্দরের পথে। আমাদের অতীত ভুলে গেলে চলবে না। এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র-শিক্ষকদের অবদান জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। ঠিক তেমনি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের দাবানল থামাতে ছাত্র-শিক্ষকদের এগিয়ে আসার আশায় প্রহর গুনছে দেশের মানুষ। কোনো রাজনৈতিক কূটচাল নয়, শুধু দেশটাকে বুকে নিয়ে ভালোবাসার পথে পা বাড়াতে হবে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা থাকেন, তাদের দায়িত্ব যেমন দেশের কোথায় কী হচ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখা, ঠিক তেমনি দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিকের উচিত, দেশবিরোধী যে কোনো চক্রান্তের বিরুদ্ধে সজাগ থাকা। তরুণ প্রজন্মকে যেভাবে কৌশলে বিপথগামী করা হচ্ছে, যেভাবে তাদের মেধা-প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক কাজে, সেখানে শুধু এককভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করলে চলবে না। সন্তানকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা দেয় তার পরিবার। তাই পরিবারকেই সবার আগে দায়িত্ব নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব সময় ভালো মানুষ নাও বানাতে পারে; কিন্তু একটি আদর্শ পরিবার আদর্শ মানুষ বানানোর কাজটি সহজেই করতে পারে।

পরিশেষে বলি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেন্দ্র করে যে সন্দেহ ও উদ্বেগের বিস্তার হচ্ছে, তার নিরসন করতে হবে তাদেরই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে, এদেশ আমাদের। দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ধ্বংস নয়, জ্ঞানকে উপভোগ করতে হবে সৃজনের আনন্দে।

প্রণবকান্তি দেব : *সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি*

ঢ়শফবন০৭—মসধরষ.পড়স